

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৮. হযরত সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(8) तांगी विलकीत्मत घटना

হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা 'সাবা' রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলক্কীস বিনতুস সারাহ বিন হাদাহিদ বিন শারাহীল। তিনি ছিলেন সাম বিন নূহ (আঃ)-এর ১৮তম অধঃস্কন বংশধর। তাঁর উর্ধ্বতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল 'সাবা'।[6] সম্ভবতঃ তাঁর নামেই 'সাবা' সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়।আল্লাহ তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবীগণের মাধ্যমে এসব নে'মতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয় এবং 'সূর্য পূজারী' হয়ে যায়। ফলে তাদের উপরে প্লাবণের আযাব প্রেরিত হয় ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ সূরা সাবা ১৫ হ'তে ১৭ আয়াতে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

দুনিয়াবী দিক দিয়ে এই 'সাবা' সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ এবং শান-শওকতে পূর্ণ ছিল। তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের কিছু জানা ছিল না বলেই কুরআনী বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। তাঁর এই না জানাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ইয়াকূব (আঃ) তাঁর বাড়ীর অনতিদূরে তাঁর সন্তান ইউসুফকে কূয়ায় নিক্ষেপের ঘটনা জানতে পারেননি। স্ত্রী আয়েশার গলার হারটি হারিয়ে গেল। অথচ স্বামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা জানতে পারেননি। বস্তুতঃ আল্লাহ যতটুকু ইল্ম বান্দাকে দেন, তার বেশী জানার ক্ষমতা কারু নেই। পার্শ্ববর্তী 'সাবা' সাম্রাজ্য সম্পর্কে পূর্বে না জানা এবং পরে জানার মধ্যে যে কি মঙ্গল নিহিত ছিল, তা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে এবং রাণী বিলকীস মুসলমান হয়ে যান। বস্তুতঃ হুদহুদ পাখি তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের নিকটে এসে প্রথম খবর দেয়। তার বর্ণিত প্রতিবেদনটি ছিল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ:

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ لَ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ لَهُمُ المَّهِ الْمَلَا 8 - ٤٥) -

'আমি এক মহিলাকে সাবা বাসীদের উপরে রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে' (২৩)। 'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্যপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না' (নমল ২৭/২৩-২৪)।

সুলায়মান বলল,

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصِدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ (27) انْهَبْ بِكِتَابِيْ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِیْنَ (31) قَالَتْ يَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِيْ فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُونُو قُوَّةٍ وَأُولُوْ بَأْسِ شَدِیْدِ وَالْأَمْرُ إِلَیْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُریْنَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً



أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ (34) وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ (35) فَلَمَا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلُ أَنْتُمْ بِهِدَيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُمْ بِجُنُوْدِ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ (37) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِيْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُمْ بِجُنُوْدِ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) قَالَ يَا تُوبِي مُسُلِمِيْنَ (38) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمًا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مَيْنُ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمًا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مَيْنُ وَمُنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غِنِيَّ كَرِيْمٌ (40) قَالَ مَنْ فَضْلُ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشُكُرُ أَمْ أَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَا جَاءَتْ قِيْلَ أَهْكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ يَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهُتُوبَ أَمْ مُنْ قَوْر مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْبَدُونَ (41) فَلَمَا جَاءَتْ قِيْلَ أَهُكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ مِنْ قَوْر مِكَافِق وَلُونَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْر مِكَافِي الْمُعْرَاقِي الْعَلْمَ مَنْ قَوْلُولِي اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْر مِنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ وَلُونَ اللهِ إِنَّهُ صَرَحٌ مُمَوَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَ قَالَتُ وَلَا إِنِّهُ عَلْمُ لَكُونُ مُنَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا نَمْ 24-4).

'এখন আমরা দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন' (২৭)। 'তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়' (২৮)। 'বিলকীস বলল, হে সভাসদ বর্গ! আমাকে একটি মহিমাম্বিত পত্র দেওয়া হয়েছে' (২৯)। 'সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ হ'তে এবং তা হ'ল এই: করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)' (৩০)। 'আমার মোকাবেলায় তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকটে উপস্থিত হও' (৩১)। 'বিলকীস বলল, হে আমার পারিষদ বর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না' (৩২)। 'তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। অতএব ভেবে দেখুন আপনি আমাদের কি আদেশ করবেন' (৩৩)।

রাণী বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যন্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্রান্ত লোকদের অপদস্থ করে। তারাও এরপ করবে' (৩৪)। 'অতএব আমি তাঁর নিকটে কিছু উপটৌকন পাঠাই। দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব নিয়ে আসে' (৩৫)। 'অতঃপর যখন দৃত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বলল, তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেওয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপটোকন নিয়ে সুখে থাক' (৩৬)। 'ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ আগমন করব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত' (৩৭)। 'অতঃপর সুলায়মান বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আছ বিলক্ষীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?' (৩৮) 'জনৈক দৈত্য-জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান ও বিশ্বন্ত' (৩৯)। 'কিন্তু) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তোমার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল, তখন বলল, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্য তা করে থাকে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও কৃপাময়' (নমল ৪০)।



'পুলায়মান বলল, বিলকীসের সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বস্তু চিনতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা সঠিক পথ খুঁজে পায় না?' (৪১) 'অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল: আপনার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটিই হবে। আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি' (৪২)। 'বস্তুতঃ আল্লাহর পরিবর্তে সে যার উপাসনা করত, সেই-ই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল' (৪৩)। 'তাকে বলা হ'ল, প্রাসাদে প্রবেশ করুন। অতঃপর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। ফলে সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্কটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম' (নমল ২৭/২৭-৪৪)।

সূরা নমল ২২ হ'তে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত উপরে বর্ণিত ২৩টি আয়াতে রাণী বিলকীসের কাহিনী শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪০তম আয়াতে 'যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল' বলে কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হ'ল এই যে, তিনি ছিলেন স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আঃ)। কেননা আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। তিনি এর দ্বারা উপস্থিত জিন ও মানুষ পারিষদ বর্গকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ অন্যের মাধ্যমে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে থাকেন। 'আর এটি হ'ল আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ' (নমল ৪০)। দ্বিতীয়তঃ গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মু'জেযা এবং রাণী বিলকীসকে আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এতে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সুদূর ইয়ামন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে বিলকীস তার সিংহাসনের আগাম উপস্থিতি দেখে অতঃপর স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদে প্রবেশকালে অনন্য কারুকার্য দেখে এবং তার তুলনায় নিজের ক্ষমতা ও প্রাসাদের দীনতা বুঝে লজ্জিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যান। মূলতঃ এটাই ছিল হযরত সুলায়মানের মূল উদ্দেশ্য, যা শতভাগ সফল হয়েছিল।

এর পরবর্তী ঘটনাবলী, যা বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যেমন সুলায়মানের সাথে বিলক্কীসের বিবাহ হয়েছিল। সুলায়মান তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেন। প্রতি মাসে সুলায়মান একবার করে সেখানে যেতেন ও তিনদিন করে থাকতেন। তিনি সেখানে বিলক্কীসের জন্য তিনটি নযীরবিহীন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন- ইত্যাদি সবকথাই ধারণা প্রসূত। যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাকে জিজ্ঞেস করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলক্বীসের বিয়ে হয়েছিল কি? জওয়াবে তিনি বলেন, বিলক্বীসের বক্তব্য 'আমিنِیْمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম' (নমল ৪৪)-এ পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কুরআন এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নিশ্বপ রয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই (তাফসীর বাগাভী)।

ফুটনোট

[6]. কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ৪৪ ও ২৩ আয়াত।



• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4456

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন